Notation System Paluskar & Hindusthani System
Sangit Jigyasa → Ramprasad Roy. Page-37,38,39.

বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর স্বরলিপি পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে মধ্য সপ্তকে এবং শুদ্ধ স্বরে কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। যেমন--মধ্য সপ্তকের শুদ্ধ স্বর--সা রে গ ম প ধ নি। কোমল স্বরের নীচে হসন্ত (্) চিহ্ন দেওয়া হয়। যথা--রে্ গ্ ধ্ ইত্যাদি। মন্দ্র সপ্তকের স্বরের উপরে বিন্দু বসে এবং তার সপ্তকের স্বরের উপর লম্ব দাঁড়ি বসে। যথা--মন্দ্র সপ্তক ম̇ প̇ ধ̇ ইত্যাদি এবং তার সপ্তকের স্বর সা̍ রে̍ গ̍ ম̍ ইত্যাদি। মাত্রাসমূহের জন্য স্বরের নীচে চিহ্ন দেওয়া হয়। যথা--একমাত্রার জন্য "--", দুই মাত্রার জন্য "ऽ", অৰ্দ্ধ মাত্রার জন্য "o", ৪ মাত্রার জন্য "×", ১/৪ মাত্রার জন্য "‿", ১/৮ মাত্রার জন্য "‿‿", ১/৩ মাত্রার "⁀‿" এবং ১/৬ মাত্রার জন্য "⁀‿‿" এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। মীড় লিখিতে স্বরের মাথায় অৰ্দ্ধ বৃত্তাকার রেখা দেওয়া হয়। যেমন--প⁀গ, খট্‌কার কাজ প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়। যেমন--(ম) = গমপমগম, বা পমগম স্পর্শ বা কণ্ স্বর মূল স্বরের মাথায় বাম বা ডানদিকে ছোট আকারে লেখা হয়। যেমন--^মপ বা ধ^নি ইত্যাদি।

তাল বুঝাইতে 'সম'-এর চিহ্ন ১, খালির জন্য '+' এবং তালিসমূহের স্থলে মাত্রা সংখ্যা লেখা হয়। কড়ি বা তীব্র 'ম'-এর ডান পার্শ্বে গায়ে নীচু হইতে বাঁকান উর্ধ্বমুখী রেখা টানা হয়। যেমন--কড়ি ম/।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত

যত মাত্রা দীর্ঘ হইবে স্বরের ডানদিকে ততগুলি ড্যাস চিহ্ন "—" বসিবে। যেমন ঃ সা— — ইত্যাদি। ইহার অর্থ সা স্বরটি মোট ৩ মাত্রা দীর্ঘ হইবে। কোন স্বর যত মাত্রা দীর্ঘ হইবে ততগুলি গানের অক্ষর থাকিলে স্বরকে ততবার লিখিতে হইবে। যেমন—গ গ গ গ / ইত্যাদি। কিন্তু কোন একটি গানের অক্ষরকে একাধিক
জ ই জ ই
মাত্রা বুঝাইতে হইলে সেই অক্ষরের ডান দিকে 'ঽ' এইরূপ অবগ্রহ দিতে হইবে। যেমন— গ — — । অর্থাৎ 'কে' অক্ষরটি তিনমাত্রা দীর্ঘ হইবে।
কে ঽ ঽ

স্পর্শ বা কর্ণ স্বর মূল স্বরের মাথায় বামদিকে বা ডানদিকে ছোট (প্রয়োজন অনুযায়ী) আকারে লেখা হয়। যেমন—^{ম}প বা ধ$^{নি}$ ইত্যাদি। খট্‌কার কাজ বুঝাইতে স্বরটিকে বক্র বন্ধনীর মধ্যে লিখিতে হয়। যেমন—(সা) ইহার অর্থ 'সা' স্বরটিকে উচ্চারণ করিবার সময় ঐ স্বরের আগের স্বর 'সা' স্বর তাহার পরের স্বর ও পুনরায় সা স্বরটি একমাত্রায় দ্রুতভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে। যেমন—(সা) = নিসারেসানিসা অথবা রেসানিসা ইত্যাদি।

মীড়ের চিহ্ন স্বরের উপর অর্দ্ধ বৃত্তাকার চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন— ম ধ বা সা প ইত্যাদি

একটি মাত্রাকে দুই ভাগ করিতে কমা ',' এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন—সারে,গ ইত্যাদি। ইহার অর্থ একমাত্রাকে সমান দুইভাগ করিয়া প্রথম ভাগে 'সারে' এবং দ্বিতীয় ভাগে শুধু 'গ' আসিবে। কোমল স্বর লিখিতে স্বরের নীচে একটি ড্যাস "—" এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন—ধ্র, নি ইত্যাদি। কড়ি বা তীব্র স্বরকে লিখিতে স্বরের মাথায় একটি লম্ব চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন—ম̍। তালের বিভাগ বুঝাইতে দাঁড়ি ব্যবহার করা হয়। 'সম'-এর জন্য যুক্ত বা গুণিতক '+' বা '×' চিহ্ন দেওয়া হয়, ফাঁক বা খালির চিহ্ন ০ এবং অন্যান্য বিভাগ ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা বুঝান হয়। তালের মাত্রাসমূহকে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন—ত্রিতাল

মাত্রা সংখ্যা ঃ—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ঠেকা—	ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা
তাল চিহ্ন ঃ—	×				২			

মাত্রা সংখ্যা ঃ—	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	না	তিন	তিন	তা	তেটে	ধিন	ধিন	ধা	ধা
তাল চিহ্ন ঃ—	০				৩			×

গানের স্বরলিপি ইত্যাদি লিখিয়া প্রকাশ করিতে হয়। এই সকল কারণে প্রচলিত স্বরলিপি পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশে কয়েক প্রকার স্বরলিপি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। উহাদের মধ্যে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে কৃত স্বরলিপি পদ্ধতি ও স্বর্গত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রবর্তিত আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি প্রসিদ্ধ। আকার মাত্রিক পদ্ধতি বাংলাদেশে এবং যে যে স্থানে বাংলাগান প্রচলিত সেই সকল অঞ্চলে প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদের গান ইত্যাদি যাবতীয় বাংলা গান লেখা হয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি ভারতের সর্বত্র প্রচলিত, বিশেষ করিয়া হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে।

ইহা ছাড়া পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর একটি স্বরলিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। স্বর্গত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি নামে অপর একটি স্বরলিপি পদ্ধতি প্রচলন করেন। কিন্তু শেষোক্ত পদ্ধতির প্রচলন বর্তমানে বিশেষ দেখা যায় না। আমরা এখানে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত স্বরলিপি পদ্ধতি, পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর প্রবর্তিত স্বরলিপি পদ্ধতি এবং স্বর্গত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির আলোচনা করিতেছি।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে কর্তৃক প্রবর্তিত স্বরলিপি পদ্ধতি

১। মধ্য সপ্তকে এবং শুদ্ধ স্বরের উপরে বা নীচে কোন চিহ্ন থাকে না। যেমন—সা রে গ ম প ধ নি। মন্দ্র ও তার সপ্তকের স্বরের নীচে ও উপরে বিন্দু বসে। যেমন--

মন্দ্র সপ্তকের স্বর— নি̣ ধ̣ প̣ এবং
তার সপ্তকের স্বর— সাঁ রেঁ গঁ ইত্যাদি

তার সপ্তকের ডান দিকের সপ্তককে অতিতার সপ্তক বলে এবং ইহার স্বর লিখিতে স্বরের উপর দুইটি করিয়া বিন্দু বসে। যথা—সাঁ রেঁ ইত্যাদি। ইহার বিপরীত মন্দ্র সপ্তকের বাম দিকের স্বর সপ্তক বুঝাইতে স্বরের নীচে দুইটি বিন্দু বসিবে। যথা-- নি̣ ধ̣ ইত্যাদি।

এক মাত্রায় একটি স্বর থাকিলে তাহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে লিখিতে হইবে। যথা—সা রে গ ইত্যাদি। একমাত্রায় একাধিক স্বর থাকিলে তাহাদিগকে একত্রে লিখিয়া স্বরের নীচে একটি অর্দ্ধ বৃত্তাকার চিহ্ন দ্বারা ঘিরিয়া দিতে হইবে। যেমন—সারে, সারেগ ইত্যাদি। একটি স্বরের স্থায়িত্ব একাধিক মাত্রা হইলে, স্বরটি